দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ··· JAN 16 1999 ··
পৃষ্ঠা ··· কলাম ···

শিশু শিক্ষা দর্শন

কিন্ডারগার্টেন— বর্তমানে অতি পরিচিত একটি শব্দ। ছোট বড় প্রায় সব শহরে এমনকি অনেক বর্ধিষ্ণু গ্রামেও দেখা যায় শব্দটি। কিন্ডারগার্টেন (Kindergarten) একটি জার্মান শব্দ। Kinder মানে শিশু আর Garten হচ্ছে বাগান। সব মিলিয়ে Kindergarten-এর অর্থ শিশুকানন বা শিশুর বাগান। ইংরেজিতে Children's Garden বলা যেতে পারে।

প্রশ্ন জাগতে পারে, এ নামের কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বাগান, চারাগাছ ইত্যাদি কোন কিছুই তো চোখে পড়ে না। তবে কেন এ ধরনের নাম? কিন্ডারগার্টেনের প্রবর্তক ফ্রেডারিক ফ্রোয়েবেল (Friedrich Froebel : 1782-1852) কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহার করেছেন-আক্ষরিক

মুহাঃ আবদুল আজীজ শেখ

অর্থে নয়। এখানে বিদ্যালয় হচ্ছে বাগান। কোন বাগানে মালী যেমন অত্যন্ত যত্ন সহকারে চারাগাছগুলোকে স্বাভাবিক গতিতে বাড়তে এবং কালক্রমে সেগুলোকে পরিপূর্ণ গাছে পরিণত হতে সাহায্য করে।—এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন শিক্ষক/শিক্ষিকাও তেমনি শিশুদের সুপ্ত গুণাবলী স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক গতিতে বিকশিত হতে সাহায্য করবেন। বলাবাহুল্য, শিশু হচ্ছে ফ্রোয়েবেলের বাগানের চারাগাছ এবং শিক্ষক হচ্ছেন সেই বাগানের মালী।

শিক্ষায় শিশুকে স্বাধীনতা দিতে হবে। তাকে স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল গতিতে বেড়ে উঠতে সাহায্য করতে হবে-একথা ফ্রোয়েবেলের পূর্বসূরি ও সমসাময়িক অনেক শিক্ষাবিদই বলেছেন। তাই কিন্ডারগার্টেন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে হলে এসব মহান শিক্ষা নায়কের শিক্ষা দর্শনও জানতে হবে।

খ্রিষ্টপূর্ব যুগে আদর্শ রাষ্ট্রের জনক প্লেটো সর্বপ্রথম শিক্ষা ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার পথিকৃৎ জ্যাঁ জ্যাক রুশোর (Jean Jacques Rousseau : 1712-1778) প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশে অবাধ বিচরণের মাধ্যমে শিশু শিক্ষা লাভ করবে। তাকে প্রকৃতির কোলে স্বাধীনভাবে বেড়ে ওঠার সুযোগ দিতে হবে। তবে রুশোর পরিকল্পিত শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থান অস্পষ্ট। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে রুশো তা স্বীকার করেননি।

রুশোর উত্তরসূরী সুইজারল্যান্ডের স্কুল শিক্ষক জোহান হেনরিখ পেস্টালৎসি (Johann Henrich Pestalozzi : 1746-1827) শিশুর শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা অপরিহার্য বলে গণ্য করতেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে শিশু মনস্তত্বের ওপর তিনি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর মতে, শিক্ষা হলো শিশুর শক্তি সামর্থ্য ও মানসিক বৃত্তিগুলোর স্বাভাবিক ও সুষম বিকাশ সাধন। তাই শিশুর মানসিক প্রকৃতি ও সামর্থ্যের দিকগুলোর সঙ্গে শিক্ষককে সম্যকভাবে পরিচিত হতে হবে। তার বিখ্যাত উক্তি I wish to psychologize education অর্থাৎ শিক্ষাকে আমি মনস্তত্বসম্মত করতে চাই। পেস্টালৎসিই প্রথম ব্যক্তি যিনি বলেন, শিক্ষকের প্রধান কাজ হচ্ছে শিশুকে জানা। শিক্ষাক্রম, শিক্ষাদান পদ্ধতি, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রভৃতির ওপর গবেষণা পরিচালনার জন্য ১৮০৫ সালে এভারডুনে তিনি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

পেস্তালৎসির শিক্ষানীতি ও শিক্ষাদান পদ্ধতি ফ্রোয়েবেলকে উদ্বুদ্ধ করে। তাই তিনি এভারডুনে গিয়ে পেস্তালৎসির কাছে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পেস্তালৎসির সাহচর্য ফ্রোয়েবেলের শিক্ষক জীবনে ছিল এক বিরাট আশীর্বাদস্বরূপ। ১৮৩০ সালে সুইজারল্যান্ডে গিয়ে ফ্রোয়েবেল একটি শিশু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার নেন। তিনি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করেন-I found something I had always longed for, but always missed, as if my life had at last disco vened its native element. I felt as happy as a fish in the water or a bird in the air.

ফ্রোয়েবেল ১৮৩৬ সালে জার্মানিতে ফিরে এসে পরের বছর Blankenburg-এ একটি নতুন ধরনের স্কুল স্থাপন করেন। শিশু শিক্ষার এই প্রতিষ্ঠানের তিনি নাম দেন কিন্ডারগার্টেন।

ফ্রোয়েবেলের মতে, শিশুর মধ্যে সম্ভাবনাময় সুপ্ত গুণাবলী বিকাশের অপেক্ষায় উন্মুখ হয়ে থাকে। এ সব বিকাশের মাধ্যমেই শিশু তার পূর্ণ পরিণতিতে পৌঁছায়। এ জন্য প্রয়োজন ছোট থেকেই শিশুর ঝোঁক ও আগ্রহ অনুসারে শিক্ষাদান করা। এতে তার ভেতরে তাগিদ সৃষ্টি হয় এবং সে নিজেকে ক্রমান্বয়ে আবিষ্কার করতে শেখে। ভেতরের অবিকশিত সম্ভাবনা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়। একেই বলা হয় Process of unfoldment অর্থাৎ উন্মেষ প্রক্রিয়া। ঠিক যেমন চারাগাছে ফুল ফোটে।

ফ্রোয়েবেলের শিক্ষাদান পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আত্মসক্রিয়তা। এই আত্মসক্রিয়তার স্বাভাবিক প্রকাশ ঘটে খেলা ও স্বতঃস্ফূর্ত কাজের মাধ্যমে। তাঁর কিন্ডারগার্টেনে চলাফেরা, খেলাধূলা, গান, ছবি আঁকা, গল্প বলা প্রভৃতি নানা ধরনের কাজ অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর মতে, খেলা মনোযোগকে আনন্দের সঙ্গে যুক্ত করে। অর্থাৎ খেলার মাধ্যমে কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করা আনন্দদায়ক। খেলা যেমন শিশুর আত্মবিকাশে সাহায্য করে গান ছড়া ও গল্প বলা তেমনি শিশুদের ভাব ও ভাষা বিকাশে সাহায্য করে।

ফ্রোয়েবেলের শিক্ষা দর্শনের এই মর্মবাণীকে কেন্দ্র করেই আমাদের দেশের পটভূমিতে ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষা ব্যবস্থা। যদিও সেই মর্ম বহুলাংশে প্রতিপালিত হচ্ছে না।